কমপিউটারায়নে বাংলাদেশ

যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম উন্নত সড়ক। উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গতিময় করার লক্ষ্যে সড়ক ডিজাইন থেকে শুরু করে নির্মাণ এবং তৎপরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণের সামগ্রিক কাজে কমপিউটারের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয়, আঞ্চলিক, ফিডার টাইপ-এ ও বি এই চার ধরণের সড়ক মিলিয়ে যে সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে তার আওতায় আছে কয়েক হাজার কিলোমিটার সড়ক পথ। দেশের সড়ক যোগাযোগকে সুষ্ঠু ও সুক্ষ্ম করার দায়িত্বে নিয়োজিত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে কমপিউটারের ব্যবহার কিভাবে করছে তারই প্রতিফলন 'সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে কমপিউটার'।

দ্বিতীয় প্রতিবেদনে স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট জনশক্তি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান নিপসনে কমপিউটার ব্যবহার প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে। প্রতিবেদন দুটো লিখেছেন *শামসুদ্দোহা পোয়েব।*

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে কমপিউটার

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগের দায়িত্বে নিয়োজিত একটি সরকারী সংস্থা। দেশের সড়ক নেটওয়ার্ককে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো– জাতীয় মহাসড়ক, আঞ্চলিক মহাসড়ক, ফিডার টাইপ-এ ও ফিডার টাইপ-বি সড়ক। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রথমোক্ত ৩ টাইপের সড়কের নির্মাণ, রক্ষাবেক্ষণ ও মেরামত কাজের দায়িত্বে নিয়োজিত।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার কিলোমিটার সড়ক। এসব সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ, অফিসের হিসাব সংরক্ষণ এবং সাধারণ শাখায় ১৯৯০ সাল থেকে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে। ঐ বছরই এডিবি-র সহায়তায় এবং ইউএনডিপি-র অর্থায়নে সড়ক মহাপরিকল্পনা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশ্বব্যাংকের এইচডিএম-৩ (হাইওয়ে ডিজাইন এন্ড মেইনটেইনেন্স-থ্রি) নামক কমপিউটার সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ব্যবহার করাসহ একটি রোড ডাটা ব্যাংকও গড়ে তোলা হয়।

এইচডিএম-৩ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে অগ্রাধিকার, সংরক্ষণের ধরন নির্ধারণ করা এবং রাস্তার ভবিষ্যত পরিকল্পনার অবস্থান তৈরী করা যায়।

এছাড়াও কমপিউটারের সাহায্যে এই অধিদপ্তরের সড়ক গবেষণাগার সড়ক সংক্রান্ত যাবতীয় গবেষণা কাজ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কাজ পরিচালনা করে। আবার একই সাথে গবেষণা কাজে লব্ধ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং রৈখিক উপস্থাপনার জন্যে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়াও দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে।

অধিদপ্তরে সম্প্রতি 'ব্যবস্থাপনা তথ্য সেল' নামে একটি শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে যার মূল দায়িত্ব হচ্ছে সড়ক ব্যবস্থার তথ্যাদি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও প্রয়োজনীয় তথ্য কমপিউটারায়ন করা। এ কাজও এগিয়ে চলছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় অনেকগুলো বৈদেশিক প্রকল্প আছে। যেমন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। মেঘনা সেতু প্রকল্প, সড়ক পুনর্বাসন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প, সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ঘূর্ণিঝড় পুনর্বাসন প্রকল্প, ওসিএ সেতু প্রকল্প, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রকল্প ইত্যাদি। এ প্রকল্পগুলোতে পূর্ণমাত্রায় কমপিউটার ব্যবহার হচ্ছে। এ ছাড়াও অর্থনৈতিক সার্কেল এবং বাজেট ইউনিটেও কমপিউটারের ব্যবহার আছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খুলনা জোনেও কমপিউটারের ব্যবহার হচ্ছে। সেখানে ব্রিজ ডিজাইনের কাজে কমপিউটার ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ করা যায়, সড়ক ও জনপথ বিভাগের কমপিউটার পরিচালনার জন্যে কোন আলাদা লোক নিয়োগ করা হয়নি। সড়ক বিভাগের কমপিউটার কক্ষে প্রোগ্রামিংয়ের জন্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ কাজ করছেন। সড়ক ভবনে ব্যবহৃত কমপিউটারগুলো সবই পিসি। এখানে রয়েছে ঃ সুপার কমপিউটার-৩৮৬; আজটেক-৩৮৬; এআরসি-২৮৬; এপসন-২৮৬; এএমসি-৩৮৬। মোট কমপিউটারের সংখ্যা ৭। ব্যবহৃত প্যাকেজ প্রোগ্রামসমূহ হলো ঃ এইচডিএম- ৩+ইবিএম; লোটাস; ডিবেজ-থ্রি; ওয়ার্ডপারফেক্ট; ওয়ার্ডস্টার; কিউপিআরও; উইজোজ; এক্সেল; বেসিক ইত্যাদি।

কমপিউটার ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে সড়ক ও জনপথ-এর রক্ষণাবেক্ষণ উপ-বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মোঃ আরিফুর রহমান জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরে কমপিউটার ব্যবহারের ফলে তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে অনেক সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। এইচডিএম-৩ ব্যবহারের ফলে প্রকৌশলীদের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনেক সহজ হয়েছে। সীমিত বাজেটের ক্ষেত্রে কোন কাজটি আগে করণীয় তা কমপিউটার ব্যবহারের ফলে নির্ধারণ করা সহজ হয়েছে।

এছাড়াও ডিজাইনের কাজে অধিকতর নির্ভুলতা এবং পূর্ণতা এসেছে। রৈখিক উপস্থাপনা সম্ভব হচ্ছে। তবে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে এখনও কমপিউটার তেমন ব্যবহৃত হচ্ছে না। আশা করা যাচ্ছে শীঘ্রই এ শাখায় কমপিউটার ব্যবহার করা হবে।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ইউএনডিপি ও বিশ্ব ব্যাংকের প্রকল্পভিত্তিক সাহায্যের আওতায় প্রাপ্ত কমপিউটারের সার্ভিসের জন্যে নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। কখনো ত্রুটি দেখা দিলে নিজেরাই প্রয়োজনীয় মেরামত করে নেন। আবার কখনো কখনো বাইরে থেকে লোক এনে মেরামতের কাজ সম্পন্ন করতে হয়।

নিপসমে কমপিউটারের ব্যবহার

স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট জনশক্তির প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য সেবাদানে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একজন মহাপরিচালকের অধীনে মোট ১২টি বিভাগ নিয়ে 'নিপসম' নামের প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় স্বাস্থ্য নীতির বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছে। ১২টি বিভাগের মধ্যে মাত্র তিনটি বিভাগ (পেশা ও পরিবেশগত স্বাস্থ্য, জৈব পরিসংখ্যান এবং মা ও শিশু)-এ কমপিউটারের ব্যবহার রয়েছে। এসব বিভাগে কমপিউটার মূলতঃ গবেষণার কাজেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কমপিউটারে কৃত কাজের শতকরা ৮০ ভাগই হলো গবেষণা। অফিস যোগাযোগসহ অন্যান্য সাধারণ কাজে কমপিউটারের সামান্য ব্যবহারই হয়ে থাকে।

পেশা ও পরিবেশগত বিভাগে বিশেষতঃ কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের উদ্ভূত স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ ও প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা হয়। একই সাথে তা দেশের স্যানিটেশন ও মাটি দূষণ প্রক্রিয়া নিয়েও গবেষণা করে। জৈব পরিসংখ্যান বিভাগে জনগণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ বিশ্লেষণ ও গবেষণা করা হয়। মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগেও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা সম্পাদন ও তার বিশ্লেষণে কমপিউটারকে কাজে লাগানো হয়। উল্লেখ্য, এসব বিভাগে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ ও প্রাপ্ত গবেষণা ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরও জ্ঞানদান করা হয়।

নিপসম-এ মোট ৫টি কমপিউটার রয়েছে। সবগুলোই পিসি ব্যাংক এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার আর্থিক সহায়তায় প্রাপ্ত '৮৪ থেকে নিপসমে কমপিউটারের ব্যবহার হচ্ছে। এখানে ওয়ার্ড প্রসেস, ডাটাবেজ ও এসপিএস প্যাকেজ প্রোগ্রামগুলোই মূলত ব্যবহার করা হয়।

কমপিউটার ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে পেশা ও পরিবেশগত বিভাগের ডাক্তার শেখ আখতার আহমদ ও ডাক্তার সেলিমউল্লাহ সাঈদ জানান, কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তারা তাদের কাজকে খুব দ্রুত, নির্ভুল ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন। কাজের গুণগত মানোন্নয়ন এবং পরিমাণগত দিকটিও বেড়েছে। নতুন নতুন প্যাকেজ প্রোগ্রামের সাথেও তারা পরিচিত হচ্ছেন। আধুনিক কমপিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার না করলে তারা এসব দিক থেকে অনেক পেছনে পড়ে থাকতেন।

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তারা জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত এসব কমপিউটার কখনো সার্ভিসের প্রয়োজন হলে বাইরে থেকে লোক এনে ত্রুটি সারিয়ে নেন। এব্যাপারে তাদের নির্দিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক নেই। ○

সংশোধনী

কমপিউটার জগৎ-এর নভেম্বর ৯৩ সংখ্যায় ২১ পৃষ্ঠার প্রথম কলামের তৃতীয় অনুচ্ছেদে *'পিসি ব্যাঙ্ক ঢাকায় . . . . তৈরী করেছে।'*-এর বদলে পড়তে হবে *'গ্রীণলেজ, সিটি ব্যাংক, উত্তরা, হাবিব ব্যাংক, আইসিবি, গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা, ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ-এ সব সংস্থায় এনসিআর সিস্টেম সরবরাহ করেছে। এর মধ্যে সিটি, উত্তরা এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড পিসিব্যাঙ্ক ব্যাংকিং সফটওয়্যার ব্যবহার করছে।'* এবং ২২ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে পীডসের মার্কেটিং ম্যানেজার শেখ আবদুস শহীদ লেখা হয়েছে এটি হবে শেখ আবদুস শাহীদ এবং তার বক্তব্যটি হলো এমন পিসি ব্যাঙ্ক ডস, ওএস/২, SCOUNIX, AT&TUNiX এবং অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমে চলে। এবং Base System শব্দটি আসলে হবে UNIX System.